দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০১৬: টিআইবি ও সিপিআই
কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই কী?
দুর্নীতির ধারণা সূচক বা করাপশান পারসেপশনস্ ইনডেক্স (সিপিআই) হলো বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে।

২. সিপিআই এ দুর্নীতির সংজ্ঞা কী?
সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার (abuse of public office for private gain)'। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরুপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়। বিশেষ করে, যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভাব খাটিয়ে মুনাফা অর্জন, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ ইত্যাদি।

৩. এ সূচকে দুর্নীতির অবস্থান কিভাবে বোঝানো হয়?
সিপিআই নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য টিআই ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং '১০০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। যেমন: উপাত্তের উৎস নির্বাচন, পুনঃপরিমাপ, পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয় এবং পরিমাপের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. বাংলাদেশ কবে থেকে সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?
১৯৯৫ সাল থেকে টিআই এই সূচক প্রণয়ন করে আসছে। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশ এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। শুরুর দিকে মাত্র ৪৫টি দেশ এ সূচকের মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০১ সালে টিআই প্রকাশিত সিপিআই-এ বাংলাদেশ প্রথম তালিকাভুক্ত হয়। তখন এ তালিকায় মোট ৯১টি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে এর অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা ছিল ১৬৮টি। আর ২০১৬ সালে এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৭৬টি।

৫. সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের অর্থ কী?
সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৬। সূচক অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে ৪৩ স্কোরকে বৈশ্বিক গড় স্কোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ২০১৬ সালের স্কোর ২৬ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়। এ বছর তালিকার ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তম। আর নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চদশ বা ১৫তম। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ১ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ছয় ধাপ নিচে নেমেছে এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান দুই ধাপ এগিয়েছে। এবছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী পঞ্চদশ অবস্থানে সম্মিলিতভাবে আরও রয়েছে ক্যামেরুন, গাম্বিয়া, কেনিয়া, মাদাগাস্কার ও নিকারাগুয়া। উল্লেখ্য, ২০১২ সালেও বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৬।

৬. বাংলাদেশ কি বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ?
প্রথমত বাংলাদেশকে বিশ্বের সব দেশের সাথে তুলনা করা যাবে না কারণ বিশ্বের নির্বাচিত মাত্র কয়েকটি দেশের ওপর এ সূচক প্রণীত হয়। দ্বিতীয়ত সিপিআই অনুযায়ী বাংলাদেশকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ' বলা যাবে না। বরং সূচকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তুলনায় এখানে 'দুর্নীতির মাত্রা অধিক' বলা যাবে। কারণ এ সূচক রাজনীতি ও প্রশাসনে বিদ্যমান দুর্নীতির মাত্রার ধারণার ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়; কোনো দেশ বা জাতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে না।

৭. দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান কী?
এবারের সূচক অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। দেশটির স্কোর ৬৫ এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ২৭। আর ১৫ স্কোর পেয়ে সূচকে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৬৯তম অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। এবার ২৬ স্কোর পেয়ে সূচকের ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ১৪৫তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। সূচকে অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পরে আছে শুধুমাত্র আফগানিস্তান। সূচকের ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে যথাক্রমে: ৪০ স্কোর নিয়ে ৭৯তম ভারত, এরপরে ৩৬

স্কোর পেয়ে ৯৫তম অবস্থানে যৌথভাবে রয়েছে মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা, ৩২ স্কোর নিয়ে ১১৬তম পাকিস্তান, ২৯ স্কোর নিয়ে ১৩১তম নেপাল। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় সূচকের নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

৮. সূচকটি কেন শুধু ধারণার ওপর নির্ভরশীল?

পরিমাপযোগ্য দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নিরুপণ করা দুরূহ। যেমন: কোনো দেশে দুর্নীতি বিষয়ক কতটি মামলার রায় হলো বা হলো না সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে অন্য দেশের সাথে তুলনামূলক অবস্থান নিরুপণ করা সমীচীন নয়। কারণ, এ ধরনের তথ্য থেকে দুর্নীতির প্রকৃত মাত্রা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট দেশের বিচার বিভাগ, আইনজীবী বা গণমাধ্যমের কার্যকারিতার ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। তাই এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র যারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়, তাদের অভিজ্ঞতা বা ধারণার ওপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিকভাবে এক তুলনামূলক অবস্থান নিরুপিত হচ্ছে।

৯. সিপিআই-এ কী ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে?

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধা দান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি, এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা। এবারের সূচকে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. সিপিআই এর তথ্য-উপাত্তের উৎসগুলো কী কী?

সিপিআই এ ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের উৎসসমূহ ও এর সংখ্যা সময়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মূলত সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এবছর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে সাতটি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো: বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১৫, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিউকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে ২০১৬, গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ ২০১৫, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স ২০১৬, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অব ল ইনডেক্স ২০১৬, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড ২০১৬ এবং ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস ২০১৬ এর রিপোর্ট।

১১. সূচকে তথ্যদাতারা যেহেতু ব্যবসায়ী নেতা, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষক, তাহলে সিপিআই কি বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করে?

বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য কোনো প্রকার নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে সিপিআই প্রকাশ করা হয় না। তবে একটি দেশের সরকারি কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির মাত্রার ভিত্তিতে ব্যবসার ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে সিপিআই-এর তথ্য সহায়তা করতে পারে।

১২. সিপিআই কি শুধুমাত্র 'অভিজাত শ্রেণি'র তথ্যই সন্নিবেশ করে?

সাধারণভাবে সিপিআই-এ বিশ্লেষকদের বিশেষ করে, কর্পোরেট মহলের বা উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের মতামত গৃহিত হলেও এমনটা বলা যায় না যে, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিজাতদের অভিমতই গ্রহণ করা হয়। কোনো কোনো দেশে সাধারণ নাগরিক ও উল্লিখিত বিশেষজ্ঞ- উভয়ের মতামতই সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা হয়।

১৩. এই সূচকের উদ্দেশ্য কি ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন কিংবা সমালোচনা করা?

না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি বেসরকারি সংস্থা। কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিপিআই নির্ধারণ করা হয় না। একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে টিআই কোনো সরকার, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি কিংবা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বিভিন্ন উন্মুক্ত মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে সিপিআই নির্ধারণ করা হয়। টিআই-এর বার্লিনস্থ সচিবালয়ের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সিপিআই প্রণীত হয়ে থাকে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব স্ট্যাটিসটিকস্ অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট অব লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স এর বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সিপিআই-এর তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বা মেথোডোলজি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া সিপিআই-এর স্কোর জার্মান স্কুল অব ইকোনমিক কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। বিস্তারিত নীতিমালা ও পদ্ধতি টিআই এর ওয়েবসাইট http:/www.transparency.org-এ দেওয়া আছে।

১৪. দুর্নীতির ধারণার সূচকে কোনো দেশের কখনো বাদ যাওয়া বা অন্তর্ভুক্তির কারণ কী?

কোনো দেশ বা অঞ্চলের তিনটির বেশি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনটির কম উৎস থেকে উপাত্ত পাওয়া গেলে তা সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশ এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয় বা হয় না। পর্যাপ্ত তথ্যসূত্রের অনুপস্থিতিতে

২০১৬ সালের সূচকে সিসিলি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অন্যদিকে, মালদ্বীপসহ আরো আটটি দেশ এ বছরের সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এই সূচকে কোনো দেশ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোনো দুর্নীতি হয় না।

১৫. এ আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং নির্ণয়ে টিআইবি'র কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে?
সিপিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে বস্তুত টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণও সিপিআই এর জন্য সরবরাহ করে না। অন্যান্য টিআই চ্যাপ্টারের মতো টিআইবি-ও শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

১৬. সূচকে বাংলাদেশের নিম্নক্রম অবস্থানের জন্য টিআইবিকে দায়ী করা যায় কি?
সূচকে নিম্ন-অবস্থানের জন্য টিআইবিকে কখনোই দায়ী করা যাবে না। এমনকি সূচক প্রকাশকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআই ও অন্যান্য যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই নিরুপিত হয় তাদের কাউকেই দায়ী করা ঠিক হবে না। কেননা, এই র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তারা দায়ী। কিন্তু যারা দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে তাদেরকে কোনোভাবেই জবাবদিহিতার দাবি উত্থাপনের জন্য দায়ী করা যাবে না।

১৭. দুর্নীতির ধারণাকে বিশ্লেষণ করার জন্য টিআই আর কী কী গবেষণা করে?
টিআই দুর্নীতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ গবেষণা করে থাকে। এই সংগঠন বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ধারণার মাত্রা, ব্যাপ্তি এবং এর গতির একটি সমন্বিত চিত্র তুলে ধরে; নীতিমালা সংস্কারের জন্য যা এক প্রামাণ্য দলিল। দুর্নীতির ধারণার সূচকের সম্পূরক অন্যান্য বৈশ্বিক গবেষণাসমূহ যেমন: *গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার (জিসিবি)*, *গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট (জিসিআর)*, *ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট (এনআইএস)*, *ট্রান্সপারেন্সি ইন করপোরেট রিপোর্টিং (টিআরএসি)* টিআই পরিচালনা করে।

১৮. দুর্নীতির ধারণা সূচক এবং দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ এর মধ্যে পার্থক্য কি?
দু'টো জরিপ কার্যক্রমই ভিন্ন দু'টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত হয় এবং একটির সাথে আরেকটির কোনো যোগসূত্র নেই। এর অন্যতম পার্থক্য হলো এর একটি বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান টিআই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জরিপের ওপর জরিপ করে থাকে। এ সূচক প্রতিবছর প্রকাশ করা হয়। অন্যটি টিআই এর ন্যাশনাল চ্যাপ্টার হিসেবে টিআইবি দেশের অভ্যন্তরে খানাকে নির্বাচন করে বিভিন্ন সরকারি সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দুর্নীতির পরিমাপ করে থাকে। এ জরিপ প্রতি ২-৪ বছর পর পরিচালনা করা হয়।